গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা
সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
৪১, সেগুনবাগিচা, ঢাকা-১০০০।
Website: www.dnc.gov.bd

বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের এসোসিয়েশনের (সংযোগ ও নারকব) সাথে মতবিনিময় সভার
কার্যবিবরণীঃ

সভাপতি : মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ
মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
সভার তারিখ : ১৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২২।
সভার সময় : বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
স্থান : অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষ (লেভেল-২)
সভায় উপস্থিত : উপস্থিতি তালিকা পৃথক কাগজে সংরক্ষিত।

সভাপতি সভায় উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কার্যক্রম শুরু করেন এবং সকলকে নিজ নিজ পরিচয় প্রদানের অনুরোধ করেন। পরিচয় পর্ব শেষে সভাপতির অনুমতিক্রমে জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বলেন, বর্তমানে দেশে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর হতে লাইসেন্স প্রাপ্ত মোট ৩৬৩ টি বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে যারা দুটি এসোসিয়েশন যথা "সংযোগ" ও "নারকব" এর সাথে সংশ্লিষ্ট। তিনি বলেন, মাঝেমাঝেই বিভিন্ন নিরাময় কেন্দ্রে কিছু অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটছে, ফলে এ অধিদপ্তরকে বিব্রতকর পরিস্থিতিতে পড়তে হচ্ছে। তাছাড়া নিরাময় কেন্দ্রগুলোর পক্ষ থেকেও মহাপরিচালক মহোদয়কে অবহিত করার মতো কিছু বিষয় রয়েছে। তাই সার্বিক বিবেচনায় অদ্যকার এই মতাবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়েছে। অতঃপর সভাপতির সম্মতিতে "সংযোগ" ও"নারকব" এর সমন্বিত আলোচ্যসূচি সভায় উপস্থাপন করা হয়। সভায় বিষয়গুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় এবং বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সর্বসম্মতভাবে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ গ্রহণ করা হয়ঃ

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১	বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনকালে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা বহির্ভুত নির্দেশনা প্রদান না করা।	জনাব মোঃ ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, আহছানিয়া মিশন বলেন, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা বিধিমালা, ২০২১ অনেক দিনের কাঙ্ক্ষিত ফসল। তিনি বিধিমালা প্রণয়নের জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কে ধন্যবাদ জানান। তিনি বলেন যে, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ এই বিধিমালা অনুযায়ী পরিচালিত হবে এবং যারা নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনে যাবেন তাদেরও সংশ্লিষ্ট বিধিমালা সর্ম্পকে পুরো ধারণা থাকা বাঞ্চনীয়। বিশ্বব্যাপী মাদকাসক্তির চিকিৎসা তিন মাসের পর থেকে শুরু হয়। চিকিৎসক ঠিক করেন একজন রোগী কতদিন নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা নেবেন। কিন্তু বিভিন্ন নিরাময় কেন্দ্রে ৬ মাসের অধিক রোগী রাখা যাবে কিনা এ নিয়ে বিভ্রান্তি তৈরি হচ্ছে। কারণ পরিদর্শনকালে কর্মকর্তাগণ ০৬ মাসের বেশী কাউকে নিরাময় কেন্দ্র না রাখার জন্য নির্দেশনা দিচ্ছেন। জনাব মোঃ মাসুদ হোসেন, পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) বলেন, বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৬ মাসের অধিককাল অবস্থান করছেন এমন রোগীর মাসিক তথ্য প্রেরণের জন্য প্রধান কার্যালয় থেকে মাঠ পর্যায়ে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ৬	১। বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র পরিদর্শনকালে "বেসরকারি পর্যায়ে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা-২০২১" বহির্ভুত কোন পরামর্শ/ সিদ্ধান্ত প্রদান না করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করতে হবে। ২। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রে ৬ মাসের অধিক সময় কোন রোগীকে চিকিৎসাসেবা প্রদান করতে হলে সংশ্লিষ্ট অভিভাবক এর সম্মতিপত্র ও চিকিৎসকের ব্যবস্থাপত্র নথিতে সংরক্ষণ করতে হবে।	১। পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর। ২। বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় / পুনর্বাসন কেন্দ্র (সকল)।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		মাসের বেশি সময় একজন রোগীকে নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা প্রদান করা যাবে না এধরণের কোন সিদ্ধান্ত প্রদান করা হয়নি। তাছাড়া "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা-২০২১'' এ এসর্ম্পকিত কোনো বিধিনিষেধও আরোপ করা হয়নি। তবে এসব ক্ষেত্রে অভিভাবক ও চিকিৎসকের সম্মতি ও ব্যবস্থাপত্র সংরক্ষণ করা জরুরী। সভাপতি বলেন, সম্প্রতি সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে বিভাগীয় কমিশনাদের নেতৃত্বে বিভাগীয় মনিটরিং কমিটি এবং জেলা প্রশাসকের নেতৃত্বে জেলা মনিটরিং কমিটি গঠন করে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। সুতরাং এখন থেকে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর মনিটরিং আরো জোরদার হবে এবং কেন্দ্রগুলোর মানোন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। সভাপতি আরো বলেন, নিরাময় কেন্দ্রগুলো পরিদর্শনের সময় যেন "বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র ও মাদকাসক্তি পরামর্শ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনা বিধিমালা-২০২১'' বহির্ভুত কোন সিদ্ধান্ত প্রদান না করা হয় সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হবে।		
২	অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি।	জনাব মোঃ ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, আহছানিয়া মিশন বলেন, বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর অনুকূলে অনুদানের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হলে সকল প্রতিষ্ঠানের কাজে লাগবে। জনাব বকুল ডি কস্তা, পরিচালক, রি-লাইফ মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা বলেন, দেশে বেশিরভাগ নিরাময় কেন্দ্র নিজস্ব অর্থায়নে অনেক কষ্ট করে পরিচালিত হচ্ছে। এসব নিরাময় কেন্দ্রে অসচ্ছল অনেক রোগী ভর্তি হয়, যাদেরকে বিনামূল্যে চিকিৎসা দিতে হয়। কিন্তু কেন্দ্রগুলো অর্থাভাবে থাকায় বিধিমালা অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য নিয়মিতভাবে অনুদান প্রদান সহায়ক হবে। সভাপতি বলেন, প্রতি বছর দেশের সকল বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে অনুদান প্রদান করার সুযোগ নেই। প্রতি বছর সকল প্রতিষ্ঠানকে অল্প পরিমাণ অনুদান প্রদান করলেও কোন ভাল ফলাফল আসবে না। তাই প্রতি বছর স্বল্প সংখ্যক নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে বেশি পরিমাণ অনুদান দিলে প্রতিষ্ঠানগুলো মানসম্মত চিকিৎসা সেবা প্রদানে সক্ষমতা অর্জন করবে। তিনি বলেন, বিদ্যমান নীতিমালাটি পর্যালোচনা করে যুগোপযোগী করার জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। তিনি অতি দ্রুত মানসম্মত একটি অনুদান প্রদান নীতিমালা প্রস্তুতের কাজ সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশনা দেন।	বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে অনুদান প্রদানের জন্য বিদ্যমান অনুদান নীতিমালা অতি দ্রুত সংশোধন করে ২০২১-২০২২ অর্থবছরের অনুদান প্রদান কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে।	পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।
৩	মাদকসক্তি চিকিৎসার সফলতা প্রচার।	জনাব ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, আহছানিয়া মিশন বলেন, দেশের মিডিয়াতে সবসময়ই মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর বিষয়ে নেতিবাচক সংবাদ প্রচার করা হয়। অথচ অনেক নিরাময় কেন্দ্র বছরের পর বছর নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও সফলতার সাথে মাদকাসক্তদেরকে চিকিৎসা দেয়ার কাজটি করে যাচ্ছে। কিন্তু সেসব সংবাদ প্রচারে আসে না।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক আয়োজিত টকশোতে মাদকাসক্তদের চিকিৎসা প্রদানের সফলতা নিয়ে আলোচনা করতে হবে।	পরিচালক (নিরোধ শিক্ষা, গবেষণা ও প্রকাশনা), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		সভাপতি বলেন, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন ইলেকট্রনিক মিডিয়াতে মাদক বিরোধী ২৫টি টকশো করার জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। এসকল টকশোসমূহে মাদকের ক্ষতি হ্রাস, চাহিদা হ্রাস এবং সরবরাহ হ্রাস এই তিনটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হবে। খুব শীঘ্রই মাদক বিরোধী টকশোগুলোর সম্প্রচার শুরু হবে। বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহের প্রতিনিধিগণ উক্ত টকশোতে অংশগ্রহণ করে তারা মাদকাসক্তি চিকিৎসার সফলতা নিয়ে উপস্থাপন করতে পারবে।		
৪	আইন বাস্তবায়নে সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং প্রশিক্ষণের প্রয়োগ নিশ্চিত করা।	জনাব মোঃ ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, আহছানিয়া মিশন বলেন, প্রত্যন্ত অঞ্চলে যে সকল নিরাময় কেন্দ্র রয়েছে তাদের আইন ও বিধিমালা পুরোপুরি মেনে চলতে অনেক সমস্যা হচ্ছে। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান মানিক, সেফ হোম মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র, ঢাকা বলেন, যাদেরকে ইকো প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে, তারা সে প্রশিক্ষণ মোতাবেক কাজ করতে পারছে কিনা, তা ঠিকমতো মনিটরিং করা দরকার। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা বলেন, বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্র থেকে যারা প্রশিক্ষণ নিচ্ছেন তাদেরও সক্ষমতা থাকা দরকার। যারা মেডিকেল ব্যাকগ্রাউন্ড এর না তারা ইকো ট্রেইনিং করলেও অনেক সময় কাঙ্ক্ষিত ফলাফল পাচ্ছে না। সভাপতি বলেন, বিদ্যমান বিধিমালার বাইরে কোন প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হতে পারবে না। চিকিৎসার মানের সাথে কোন আপোষ করা হবে না। বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ তাদের প্রয়োজন মোতাবেক প্রশিক্ষণের বিষয়ে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অবহিত করলে তার ওপর প্রয়োজন মাফিক (Need Based) প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। তাছাড়া প্রশিক্ষণ গ্রহণের পর কেন্দ্রে ফিরে গিয়ে তার সঠিক প্রয়োগের বিষয়টি নিশ্চিতকরণে এসোসিয়েশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।	১) বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রসমূহকে সংশ্লিষ্ট বিধিমালা যথাযথ অনুসরণ পূর্বক পরিচালনা করতে হবে। ২)নিরাময় কেন্দ্রসমূহ হতে (Need Based) প্রশিক্ষণের চাহিদা পাওয়া গেলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর প্রশিক্ষণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	১। পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), চীফ কনসালন্টে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র/ বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (সকল)।
৫	ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমূহকে ক্যাটাগরি অনুযায়ী বাৎসরিক পুরস্কার/ সম্মাননা প্রদান	জনাব মোঃ ইকবাল মাসুদ, পরিচালক, আহছানিয়া মিশন বলেন, প্রতিবছর ২৬ শে জুন তিনটি বেসরকারি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রকে পুরস্কৃত করা হয়। ক্যাটাগরি অনুযায়ী পুরস্কার না দেয়ার কারণে সকল প্রতিষ্ঠান পুরস্কার পাওয়ার জন্য যোগ্য বিবেচিত হচ্ছে না। যদি/২-৩ টি ক্যাটাগরি অনুযায়ী কেন্দ্রগুলোকে ভাগ করা হয়, তাহলে অধিক পরিমান নিরাময় কেন্দ্র পুরস্কার প্রাপ্তির আওতায় আসবে। সভাপতি বলেন, অনুদান প্রদান নীতিমালায় কেন্দ্রগুলোর জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরী করা হবে। সেক্ষেত্রে পুরস্কার/ স্বীকৃতি প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।	নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্রগুলোর ক্যাটাগরী চূড়ান্ত হওয়ায় পর সে অনুযায়ী বিভিন্ন ক্যাটাগরিতে বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোকে পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা করা হবে।	পরিচালক চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর।

ক্রম	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬	মাসিক প্রতিবেদনের তথ্য নতুন ফর্মে প্রদান	জনাব ব্রাদার নির্মল ফ্রান্সিস গোমেজ, বারাকা বাংলাদেশ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র বলেন, অধিদপ্তর কর্তৃক মাসিক প্রতিবেদনের নতুন ফর্মে কিছু তথ্য চাওয়া হচ্ছে, যা বেসরকারি নিরাময় কেন্দ্রগুলোর পক্ষে দেয়া সম্ভব নয়। উদাহরণ হিসেবে তিনি কেন্দ্রে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্ত ব্যাক্তিদের তালিকা চাওয়ার বিষয়টি উল্লেখ করেন। এ বিষয়ে সভাপতি বলেন, সরকারের বিভিন্ন পলিসি তৈরি করার জন্য মোট মাদকাসক্ত রোগীর তথ্য জানা দরকার। কিন্তু দেশে মাদকাসক্ত রোগীর সুস্পষ্ট কোন তথ্য সরকারের কাছে নেই। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০১৮ (সংশোধিত, ২০২০) এর ২৪(৪) ধারায় ডোপটেস্ট করার বিধান রয়েছে এবং ৩৬(৪) ধারায় ডোপটেস্টে পজিটিভ হলে চিকিৎসার জন্য নিরাময় কেন্দ্রে পাঠানোর বিধান রয়েছে। মাদকাসক্তদের প্রকৃত সংখ্যা ও তালিকা না জানলে তাদেরকে চিকিৎসার আওতায় আনা সম্ভব হবে না। মাদকাসক্তি নিরাময় এবং পুনর্বাসন কেন্দ্র থেকে মাদকাসক্ত রোগীর তথ্য পাওয়া যায়। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাদকাসক্ত রোগীদের তথ্য নিয়ে ডাটাবেজ তৈরি করছে। এ ডাটাবেজটি গোপনীয়তা রক্ষা করে সংরক্ষণ করা হচ্ছে। তাই তিনি কেন্দ্রসমূহকে মাদকাসক্ত রোগীদের তথ্যের গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং তাদের তথ্য রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে অধিদপ্তরকে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন।	বেসরকারি মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রসমূহ মাদকসক্তদের তথ্যের গোপনীয়াতা রক্ষা করবেন এবং রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে তাদের তথ্য এ কার্যালয়ে সরবরাহ করবেন।	মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র (সকল)।

সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৪/০৭/2022

(মোঃ আব্দুস সবুর মন্ডল পিএএ)
মহাপরিচালক
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

নং: ৫৮.০২.০০০০.০০৮.০০৬.৩৩.২১- ১৫০

তারিখ : ৩১/০৬/২০২২ খ্রিঃ

অনুলিপি সদয় অবগতি / কার্যার্থে প্রেরণ করা হলো (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়):

১। পরিচালক (প্রশাসন/ অপারেশন্স/ নিরোধ শিক্ষা/চিকিৎসা ও পুনর্বাসন) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

২। চীফ কনসালটেন্ট, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ৪৪১, তেজগাঁও, ঢাকা।

৩। অতিরিক্ত পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বিভাগীয় কার্যালয়, ঢাকা/চট্টগ্রাম/রাজশাহী/খুলনা/সিলেট/বরিশাল/ ময়মনসিংহ/ রংপুর।

৪। সিস্টেম এনালিষ্ট, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

৫। উপপরিচালক (প্রশাসন/ অপারেশনস্/ নিরোধ শিক্ষা/ চিকিৎসা ও পুনর্বাসন), মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রধান কার্যালয়, ঢাকা।

৬। উপপরিচালক/সহকারী পরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মেট্রোঃ/জেলা/ বিভাগীয় গোয়েন্দা কার্যালয়, -------------

৭। জনাব নিউটন গোমেজ, রিকভারী ফাউন্ডেশন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র,বাড়ী নং-৭৬, রোড নং ১৪, সেক্টর-১১, উত্তরা, ঢাকা।

৮। জনাব বকুল ডি কস্তা, রি-লাইফ মাদকাসক্তি মানসিক রোগ চিকিৎসা ও পরামর্শ কেন্দ্র, বাড়ী নং ৯৩, রোড নং-১৮, সেক্টর-০৭,

উত্তরা মডেল টাউন, ঢাকা।

৯। জনাব ব্রাদার নির্মল ফ্যান্সিস গোমেজ, বারাকা বাংলাদেশ মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন কেন্দ্র,গ্রামঃ কমলাপুর, পোঃ বিরুলিয়া, সাভার, ঢাকা।

১০। জনাব মোঃ ইকবাল মাসুদ, পরিচালক (স্বাস্থ্য বিভাগ), আহছানিয়া মিশন, ঢাকা।

১১। জনাব মোঃ সুমন চৌধুরী, উৎস মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও সমন্বতি পূর্ণবাসন কেন্দ্র, বাড়ী-০২, রোড-৩১, সেক্টর-৭, উত্তরা মডেল টাউন, নিকুঞ্জ-২, ঢাকা।

১২। জনাব মোঃ লুৎফর রহমান মানিক, সেফ হোম মাদকাসক্তি পুনর্বাসন কেন্দ্র, ৩৬৮/৮ উত্তর পীরেরবাগ, মিরপুর, ঢাকা।

১৩। মহাপরিচালক এঁর স্টাফ অফিসার, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা (মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

১৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক এঁর ব্যক্তিগত সহকারী, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা (অতিরিক্ত মহাপরিচালক মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।

31.03.2022

(মোঃ জাকির হোসেন)
সহকারী পরিচালক (চিকিৎসা ও পুনর্বাসন)